# আগারগাঁওয়ে র‍্যাবের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

**অধিকার**

২১ ডিসেম্বর ২০০৭ কোরবানী ঈদের দিন সকাল ১০টার দিকে মোঃ আব্দুল হান্নান ওরফে হান্না (৩৮) কোরবানীর পশুর চামড়া কেনার জন্য বাইরে বের হন, তার পরে র‍্যাবের পোশাক পরিহিত কয়েকজন লোক পশ্চিম আগারগাঁওয়ে প্রেমগলির কাছে একটি রাস্তা থেকে হান্নানকে আটক করে নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারী তিনি র‍্যাবের হাতে নিহত হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* ঘটনাটির ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে।
তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* যোগাযোগ করে

- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী
- ভিকটিমের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী এবং
- সংশ্লিষ্ট র‍্যাব, পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে

তথ্যানুসন্ধানকালে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এলাকার কয়েকজন লোকের সাথে *অধিকার*-এর কথা হয়, কিন্তু তাঁদের কেউ র‍্যাবের ভয়ে ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু বলতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী *অধিকার* কে জানান, ২১ ডিসেম্বর সকালে র‍্যাব ২ হান্নানকে আটক করে নিয়ে যায় এবং তার পরে তাঁকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। হান্নানের পরিবার *অধিকার*কে জানায়, তাঁরা এলাকার অন্য লোকজনের কাছ থেকে র‍্যাবের হাতে হান্নানের আটক হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন এবং ২১ ডিসেম্বর থেকে তাঁরা হান্নানের কোন খোঁজ পাননি। তাঁদের মতে, ৪ জানুয়ারী ভোর বেলা অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোনে তাঁদের জানায় যে, র‍্যাবের গুলিতে হান্নান নিহত হয়েছেন। হান্নানের পরিবারের কাছ থেকে *অধিকার* আরো জানতে পারে যে, ময়না তদন্তের পর ৫ জানুয়ারী সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থোকে তাঁরা হান্নানের লাশ নিয়ে আসেন। ঘটনা সম্পর্কে র‍্যাবের বক্তব্য জানতে চাইলে র‍্যাব এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। র‍্যাব এ ঘটনায় দায়েরকৃত এজাহারের বক্তব্যকে তাদের বক্তব্য বলে উল্লেখ করে। এজাহার অনুযায়ী, র‍্যাবের সাথে গুলি বিনিময়কালে ৪ জানুয়ারী রাত ১.২০টায় হান্নান গুলিতে নিহত হন।

dvBj Qwet ‡gvt Avãj nwbwb I i‡d nwbv|

**আক্কাস আলী (৫৫)-সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের দারোয়ান**

আক্কস আলী *অধিকার* কে জানান ঘটনার দিন ৪ জানুয়ারী রাত আনুমানিক ১.০০টা থেকে ২.০০টার দিকে হঠাৎ করে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সাথে সাথে তিনি গেটের সামনে আসেন। গেট না খুলে উঁকি মেরে দেখেন বাইরে প্রায় ১৫/২০ জন র‍্যাব সদস্য দৌড়াদৌড়ি করছে। তিনি ভয়ে আর বাইরে বের হননি । তারপর সকালে শোনেন যে, হান্নান নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। তিনি তাঁকে নামে চিনেন।

**মোঃ জলিল (৩৫)–প্রত্যক্ষদশী**

মোঃ জলিল *অধিকার* কে বলেন ৪ জানুয়ারী রাত আনুমানিক ১.৩০টা থেকে ২.০০টার দিকে হঠাৎ করে গুলির আওয়াজ পেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে দেখেন অনেক র‍্যাব সদস্য সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং একটি সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় একটি গুলিবিদ্ধ লাশ রাখা আছে। লাশ দেখে তিনি চিনতে পারেন যে এটি হান্নানের লাশ। জলিল আরো বলেন, কিছুক্ষণ পরে একটি পুলিশ ভ্যান আসে। তিনি ও অন্য কয়েকজন লোক এবং র‍্যাব সদস্যদের সামনে পুলিশ লাশের সুরতহাল করে এবং লাশটি নিয়ে পরে পুলিশ চলে যায়।

**সাব ইন্সপেক্টর গোলাম মোস্তফা মোহম্মদপুর থানা**

সাব ইন্সপেক্টর গোলাম মোস্তফা *অধিকার* কে জানান যে হান্নান একজন সন্ত্রাসী। হান্নানের নামে থানায় অনেক মামলা আছে। ৪ জানুয়ারী ২০০৮ রাত ১.২০টায় র‍্যাব তার নামে আরো দুটি মামলা দায়ের করে।

মামলা নং ঃ ১৩, ধারা ৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৩০২ দন্ডবিধি;
মামলা নং ঃ ১৪, ধারা অস্ত্র আইনের ১৯(ক) এবং ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতার আইনের (খ) ধারা।

**এস আই দিদারুল আলম–তদন্তকারী অফিসার মোহাম্মদপুর থানা**

এস আই দিদারুল আলম *অধিকার*কে বলেন ৪ জানুয়ারী রাত আনুমানিক ২ টার দিকে র‍্যাব ২ মোহম্মদপুর থানায় ফোন করে জানায় যে, পশ্চিম আগারগাঁওয়ে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সামনে ক্রসফায়ারে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে তিনি তার পুলিশ ভ্যান ও ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। দিদারুল আলম *অধিকার* কে আরো জানান যে, সেখানে গিয়ে একটি সিএনজি চালিত অটোরিক্সার মধ্যে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা তাদেরকে জানায় যে, সিএনজি চালিত অটোরিক্সার চালক ও মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরা পলিয়ে গেছে। এস আই দিদারুল আলম *অধিকার*কে আরো বলেন যে, তিনি কয়েকজন লোক সাক্ষী রেখে তাঁদের সামনে লাশের সুরতহাল করেন।রাতে কোন ম্যাজিষ্ট্রট পাননি বলে নিজেরাই সুরতহাল করেন। তিনি *অধিকার* কে আরো বলেন যে, লাশের গায়ে কোন রকমের আঘাত বা ক্ষত ছিলনা। লাশের থুতনী দিয়ে গুলি লেগে মাথার পিছন দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তার বুকে দুই/তিনটি গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়। ঘটনা স্থলেই গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।সুরতহালের পরে তারা লাশ নিয়ে মোহম্মদপুর থানায় যান। সকালে হান্নানের পরিবারের লোকজন খবর জানার পরে থানায় আসলে তাঁদের সামনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় লাশের ময়না তদন্তর জন্য। হান্নানের কাছ থেকে পুলিশ ও র‍্যাব ২টি রিভলবার, ০৪ রাউন্ড রিভলবারের গুলি ও ৫০ বোতল ফেনসিডিল এবং সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ৩ জোড়া চামড়ার স্যান্ডেল ও সন্ত্রাসী হান্নানের প্যান্টের পকেট থেকে ৩৭০০টাকা উদ্ধার করে এবং ১ টি সবুজ রংয়ের সিএনজি চালিত অটোরিক্সা (যার রেজিঃ নং ঢাকা মেট্রো – থ – ১২– ৭৪১৭) আটক করে। এ ব্যাপারে থানায় কোন অপমৃত্যু মামলা হয় নাই। পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির নামে থানায় ১৯টি মামলা আছে।

**র‍্যাব ২**

*অধিকার*–এর তথ্যানুসন্ধানী দল র‍্যাব ২ অফিসে গেলে র‍্যাবের সদস্যরা *অধিকার*–এর সাথে কথা বলতে চাননি। র‍্যাব –২ সদস্যারা বলেন, মোহম্মদপুর থানায় হান্নানের নামে এজাহার আছে। থানায় গেলে এজাহার দেখতে পাবেন।

**র‍্যাব ২–এর এজাহার (মোহাম্মদপুর থানা থেকে সংগৃহীত)**

''যথা বিহীত সম্মান পুর্বক মোহাম্মদপুর ক্যাম্প, ঢাকা থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করিতেছি যে র‍্যাব ২ সিপিসি ৩ মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ ক্যাম্পের সাধারণ ডায়েরী নং ৬৫ তারিখ ৩/১/০৮ ইং মুলে সংগীয় বিডি ৪৬৫১৭১ কর্পো আরিফুল আলম এ এস আই / ২৩৬ মোঃ ইউনুছ আলী সিপাহী ৬০৬৭৭ মোঃ নজরুল ইসলাম সহ রাত্রিকালীন টহল ডিউটি করা কালীন সময় নিয়মিত চেকপোষ্ট এর অংশ হিসাবে অদ্য ইং ০৪/১/০৮ তারিখ রাত্রী অনুমান ১২.৩০ ঘটিকা হইতে মোহাম্মদপুর থানাধীন ৪১ নং ওয়ার্ডস্থ আগারগাঁও সংগীত কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর চেকপোষ্ট বসাইয়া গাড়ী চেক করা কালীন রাত্র অনুমান ১.২০ ঘটিকায় একটি সবুজ রংয়ের সিএনজি চালিত অটোরিক্সা চেকপোষ্টের দিকে আগাইয়া আসে। আমি সংগীয় র‍্যাব সদস্যসহ

উক্ত সিএনজি চালককে সিএনজি থামানোর সংকেত দিলে সিএনজির ভিতর থাকা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা র‍্যাব সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে সরকারী জানমাল ও নিজেদের জীবন রক্ষার্থে আমরা র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টাগুলি চালাই। গুলি বিনিময় কালে সিএনজির চালক সহ অন্যান্য সন্ত্রাসীরা পালাইয়া যায় এবং গুলি বিনিময়ের শেষে ঘটনাস্থলে একজন সন্ত্রাসীকে ডান গালের থুতনির নীচে এবং বুকে গুলি বিদ্ধ হইয়া মৃত অবস্থায় সিএনজির ভিতরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাটি মোহম্মদপুর থানা পুলিশ কে জানাই। শব্দ পাইয়া আশপাশ থেকে অনেক লোকজন ঘটনাস্থলে আসে। তার মধ্যে মোঃজলিল(৩৫) পিতা মৃত মতলব খা, সাং দক্ষিন করুকচর, থানা শীবচর জেলা মাদারীপুর বর্তমানে লাদেনের বাপের ঘর সংগীত কলেজের সামনের বস্তি আগারগাঁও থানা মোহম্মদপুর ঢাকা, (২) আব্দুল করিম(৫৫) পিতা মৃত আব্দুল হাকিম সাং শীবরাম থানা বুড়িচং জেলা কুমিল্লা বর্তমান চডউ ষ্টাফ কলোনী আগারগাঁও, আবদুল(৬০) সাং সলিয়া আগারগাঁও থানা উপস্থিত লোকজন এবং মোহম্মদপুর থানা পুলিশ আসিয়া মৃত ব্যাক্তিকে মোহম্মদপুর থানাধীন আগারগাঁও এলাকার মাদক সম্রাট, কিলার চাদাঁবাজ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী আব্দুল হান্নান ওরফে হান্না বলিয়া সনাক্ত করে। মোহম্মদপুর থানা পুলিশ আব্দুল হান্নান ওরফে হান্নার মৃত দেহ হেফাজত নিয়া সুরতহাল রির্পোট তৈরি করিয়া মৃতদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেনএবং মোহাম্মদপুর থানা এস আই মোঃ দিদারুল আলম ঘটনাস্থল হইতে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ০২টি রিভলবার, ০৪ রাউন্ড রিভলবারের গুলি ও ১ টি সবুজ রংয়ের সিএনজি চালিত অটোরিক্সার (যাহার রেজিঃ নং ঢাকা মেট্রো - থ - ১২- ৭৪১৭) ৫০ বোতল ফেনসিডিল এবং সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ০৩ জোড়া চামড়ার স্যান্ডেল ও হান্নার প্যান্টের পকেট থেকে নগত ৩৭০০টাকা উদ্ধার করিয়া উপস্থিত স্বাক্ষীদের মোকাবেলায় জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করিয়া থানায় নিয়া যায়।

হান্নার বাসা ৫৪বি সেকেন্ড কলোনী মিরপুর ঢাকা 'বর্তমান ঠিকানা আমবাগ পশ্চিমপাড়া আবদুলের বাড়ীর ভাড়াঠিয়া কোনাবাড়ী থানা জয়দেবপুর জেলা গাজীপুর। সে দির্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকার মাদক ব্যবসা, কিলার,চাদাঁবাজ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী সহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী সহ সন্ত্রাসীমুলক কর্মকান্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। উক্ত মৃত সন্ত্রাসী হান্নার বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় ৩টি হত্যা মামলা ১৬ টি অন্যান্য মামলা ও ১টি জিডি সহ বিভিন্ন অপরাধ মুল কর্মকান্ডের সহিত জড়িত একাধিক অভিযোগ রহিয়াছে। র‍্যাব এই এ্যাকশনে মোট ১২ রাউন্ড গুলি বর্ষন করি''।

**ডাঃ রফিকুল বারী–ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল**

ডাঃ রফিকুল বারী *অধিকার* কে জানান তিনি হান্নানের লাশের ময়নাতদন্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন, হান্নানের থুতনি ও বুকে ৫-৬টি বুলেট বিদ্ধ হয়। তিনি আরো জানান যে, ময়নাতদন্ত করার সময় তিনি নিহতের দেহে কোন প্রহারের চিহ্ন দেখেননি।

**হান্নানের ছোট বোন রওশন আরা (৩৫)**

রওশন আরা *অধিকার* কে জানান যে ঈদের আগের দিন অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর ২০০৭ রাতে হান্নান তার
মিরপুরের বাসায় আসেন। রাতে খাবার খেয়ে অনেক গল্প গুজব করে ওই রাতে চলে যান। তিনি *অধিকার*কে আরো বলেন, যে তার ভাই আগে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। এই জন্য দুই বছর আগে জেল খেটেছেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আর মাদক ব্যবসায় জড়িত হয়নি। টুকটাক ব্যবসা করে নিজে চলতো। রওশন আরা *অধিকার*কে আরো জানান যে ঈদের দিন সকাল ১১টার দিকে অপরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে বলেন যে হান্নান কে র‍্যাব ধরে নিয়ে গেছে। তাঁরা ভেবেছিলন যে র‍্যাব হান্নানকে ছেড়ে দিবে এ জন্য তাঁরা থানায় কোন সাধারণ ডায়েরী করেন নাই। দুই দিন কেটে যাবার পরে তাঁরা তাঁর ভাই এর খোঁজে র‍্যাব ২ গেলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। রওশন আরা *অধিকার* কে আরো জানান তাঁরা হান্নানের জন্য শীতের কাপড় ও খাবার নিয়ে গিয়েছিলন, কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের জানান যে, তাঁরা হান্নানকে গ্রেপ্তার করেননি। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা তাঁদেরকে আদাবর থানা ও মোহাম্মদপুর থানায় খোঁজ নেওয়ার পরামর্শ দেন। রওশন বলেন, তাঁরা প্রথমে মোহাম্মদপুর থানায় ও পরে মোহাম্মদপুর থানায় খোঁজ নেন, কিন্তু উভয় থানাই তাঁদের জানায় যে, তারা হান্নানকে গ্রেপ্তার করেনি। তিনি বলেন, আদাবর থানা থেকে তাঁদেরকে র‍্যাব ২ ও র‍্যাব ৪-এ খোঁজ নিতে বলা হয়। রওশন বলেন, র‍্যাব ৪-এ খোঁজ নিলে ফরিদা নামে এক র‍্যাব সদস্য তাঁদেরকে জানান যে, তাঁরা হান্নানকে আটক করে এনেছেন। তিনি বলেন, ওই র‍্যাব সদস্য তাঁদেরকেও আটক করে রাখার হুমকি দেন। রওশন *অধিকার*কে বলেন, হান্নান নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাঁরা প্রতিদিন র‍্যাব ২ ও র‍্যাব ৪-এ খোঁজ নেন, কিন্তু সেখান থেকে তাঁরা হান্নান সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে পারেননি। তিনি বলেন, ৪ জানুয়ারী ২০০৮ ভোর বেলা অপরিচিত এক লোক ফোন করে তাঁদের বলেন যে, হান্নান র‍্যাব ২-এর এনকাউন্টারে নিহত

হয়েছে এবং তাঁর লাশ মোহাম্মদপুর থানায় আছে। তারা সাথে সাথে থানায় যান। থানায় গিয়ে তাঁরা দেখেন যে তাদের ভাইয়ের লাশ সিএনজি অটোরিক্সার মধ্যে গলায় নাইলনের রশি দিয়ে বাধা ও জিহ্বা বের হওয়া। তাঁদেরকে এস আই দিদারুল আলম বলেন লাশ ময়না তদন্তের পরে পাবেন।

**হান্নানের বড় বোন মমতাজ বেগম (৪৫)**

হান্নানের বড় বোন মমতাজ *অধিকার* কে বলেন যে হান্নান ঈদের দিন ২১ ডিসেম্বর সকালে নামাজ পড়ে চামড়া কেনার জন্য ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে বের হয়। ঈদের দিন সকালে র‍্যাব ২ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যান। হান্নানকে তাঁরা র‍্যাব ২, মোহাম্মদপুর থানা, আদাবর থানা ও র‍্যাব ৪-এ অনেক খোজাখুঁজি করেও বের করতে পারেননি। ৪ জানুয়ারী ২০০৮ ভোরে জানতে পারেন যে, র‍্যাবের গুলিতে হান্নান নিহত হয়েছেন।

**হান্নানের বোনের প্রতিবেশী জহুরা বেগম (৫০)**

জহুরা বেগম *অধিকার*কে জানান তিনি অনেক দিন যাবৎ হান্নানকে চেনেন। সব সময় সে সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতো। সে অনেক দয়ালু ছিল এবং পাড়ার গরিবদের অনেক সাহায্য করতো। জহুরা বেগম *অধিকার* কে আরো বলেন যে, হান্নানকে র‍্যাব ধরে নিয়ে যাবার দুই দিন পার হলে তিনি এবং হান্নানের ভাই ও বোনরা মিলে র‍্যাব ২ ও র‍্যাব ৪ এর অফিসে খোজঁ করতে গেলে র‍্যাব হান্নানের পরিবারের লোকজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। জহুরা বেগম হান্নানের বোনের সাথে র‍্যাব ৪ অফিসে যান। জহুরা বলেন, র‍্যাব ৪-এর সদস্য ফরিদার কাছে তিনি 'হান্নানের সাথে যে ১ লাখ টাকা ছিল, তার হদিস চাইলে র‍্যাবের সদস্য ফরিদা বলেন, কিসের টাকা'। ৪ জানুয়ারী ২০০৮ ভোরে হান্নানের বোন তাঁকে জানায় যে, হান্নানকে র‍্যাব গুলি করে মেরে ফেলেছে এবং লাশ মোহাম্মদপুর থানায় আছে।

**হান্নানের বোনের প্রতিবেশী মালেক**

মালেক *অধিকার* কে জানান যে তিনি পরিবারের সদস্যদের সাঙ্গে লাশ আনতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়ন। মালেক মর্গের ভিতরে ঢুকে হান্নানের লাশ দেখতে পান। তিনি *অধিকার*কে বলেন যে, লাশের বাম হাত ভাঙ্গা ছিল এবং দুই পায়ের পাতার মধ্যে কালো দাগ ছিল। লাশের গোসল করানোর সময় তিনি সাথে ছিলেন। মালেক *অধিকার* কে আরো বলেন যে,হান্নানের বুকে ও থুতনীতে গুলি লাগে এবং গুলি গুলো মাথার পিছন এবং পিঠ দিয়ে বের হয়। মালেক *অধিকার* কে আরো জানান হান্নানের ঘাড়ে কালো দাগ ছিল এবং জিহ্বা বের হয়ে ছিল। ময়নাতদন্ত করার সময় ডাক্তার জিহ্বা টা কে তুলা দিয়ে ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করে ছিল বলে জানান।

**হান্নানের শ্যালকের স্ত্রী**

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হান্নানের শ্যালকের স্ত্রী *অধিকার* কে বলেন, হান্নানদের সাথে তাঁদের কোন যোগাযোগ নাই। হান্নানের স্ত্রী কোথায় তাও তাঁরা জানেন না। এবং তাঁদের এ ব্যাপারে যেন আর বিরক্ত না করা হয়।

**হান্নানের প্রতিবেশী আমেনা (৩৮)**

প্রতিবেশী আমেনা *অধিকার*কে বলেন, ২১ ডিসেম্বর ২০০৭ র‍্যাব যখন হান্নানকে আটক করে নিয়ে যায় তিনি তখন রাস্তায় ছিলেন এবং র‍্যাবের গাড়ীতে তিনি হান্নানকে দেখতে পান। তিনি বলেন, ৪ জানুয়ারী ২০০৮ সকালে তিনি শোনেন যে, র‍্যাবের গুলিতে হান্নান নিহত হয়েছেন। আমেন বলেন, আগারগাঁওয়ে হান্নানের কোন স্থায়ী বাসা ছিল না, তবে তাঁর শ্বশুরের পরিবার সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে আগারগাঁওয়ে ৪৭ নং ভবনে হান্নান সপরিবারে তাঁর খালার বাসায় থাকতেন। তিনি আরো বলেন, হান্নানের এক বোন মিরপুরে এবং অন্য এক বোন ও এক ভাই সাভার থাকেন।

**পরিশিষ্ট**

হান্নানের পরিবারের লোকজন তাঁদের নাম যেন কোথাও ব্যবহার করা না হয় এই বলে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা এখনো ভয়ে আছেন, কারণ হান্নানের বড় ভাই আবুল কাসেম বিল্লাল ৩ আগষ্ট ২০০২-এ গুলিতে নিহত হন।